

206 - সাহায্যপ্রাপ্ত দলরে বশৈষ্টিয়সমূহ

প্রশ্ন

একজন মুসলমিরে জন্ম য়ে জামায়াতরে অনুসরণ করা শরিয়তে ওয়াজবি সটেরি শর্তাবলী কী কী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

একজন মুসলমিরে উচতি সত্যরে অনুসরণ করা এবং সাহায্যপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতরে সঙ্গী হওয়া, যারা নকেকার সালাফরে অনুসারী। সাহায্যপ্রাপ্ত দলরে অন্যতম বশৈষ্টিয় হলো: তারা হকরে উপর থাকবে, তারা আল্লাহর নরিদশেরে অনুসারী হবে, তারা কয়ামত পর্যন্ত বজিযী থাকবে। তাছাড়া তারা ধরৈযশীল হবে এবং ধরৈযরে সাথে মোকাবলো করবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুসলমিরে ওপর ওয়াজবি— সত্যরে অনুসরণ করা ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতরে সাথে পথ চলা, আল্লাহর জন্মই তাদরেকে ভালোবাসা তারা যখনই থাকুক না কনে, চাই তারা তার দশে থাকুক কথিবা অন্য দশে, সৎকাজ ও আল্লাহ ভীতরি ক্ষত্রে তাদরেকে সহযোগতি করা এবং তাদরে সঙ্গে থকে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা।

এই সাহায্যপ্রাপ্ত দলরে বশৈষ্টিয়রে প্রসঙ্গে বশে কছি সহীহ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে বর্ণতি হয়ছে। তন্মধ্যে রয়ছে:

- মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে: “আমার উম্মতরে একটি দল সর্বদা আল্লাহর দ্বীনরে উপর অবচিল থাকবে। যারা তাদরেকে সাহায্য করবে না কথিবা তাদরে বরিোধতি করবে তারা তাদরে কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর নরিদশে (কয়ামত) আসা পর্যন্ত তাঁরা এ অবস্থায় থাকবে।”
- উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমার উম্মতরে একটি দল সর্বদা হকরে উপর বজিযী থাকবে কয়ামত আসা পর্যন্ত।”
- মুগীরা ইবনে শূ'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে: “আমার

উম্মতরে একটি দল সর্বদা মানুষের উপর বজিযী থাকবে, যতদনি না কয়ামত আসবে।”

- ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আমার উম্মতরে একটি দল সর্বদা সত্যের পক্ষে লড়াই করবে, তারা তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারীদের উপর বজিযী থাকবে, যতক্ষণ না তাদের শেষে ব্যক্তিমাসীহ দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে।”

এই সমস্ত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় গ্রহণ করা যায়:

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য: “আমার উম্মতরে একটি দল থাকবে” এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এটি তাঁর উম্মতরে একটি দল; গোটো উম্মত নয়। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে উম্মতের ভেতর অন্য কিছু দল ও গোষ্ঠী রয়েছে।
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য: “যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না” প্রমাণ করে যে, এমন কিছু ফরেকা রয়েছে যারা সাহায্যপ্রাপ্ত দল যে দ্বীনী আদর্শের উপর আছে সটোর বিরোধিতা করবে। এ বক্তব্য ৭২ ফরেকার হাদীসের মর্মের সাথেও মিলে যায়, যেখানে বলা হয়েছে: নাজাতপ্রাপ্ত দল যে সত্যের উপর থাকবে সেই সত্যের ক্ষেত্রে বাহাত্তরটি দল তাদের বিরোধিতা করবে।
- উভয় হাদীস সত্যপন্থীদের জন্য সুসংবাদ বহন করে। সাহায্যপ্রাপ্ত দলের হাদীস তাদেরকে দুনিয়াতে বজিয ও সফলতার সুসংবাদ দেয়।
- ‘আল্লাহর নরিদশে আসা পর্যন্ত’ বলতে বোঝানো হয়েছে এমন বাতাস যা প্রত্যেকে মুমনি নর-নারীর প্রাণ হরণ করবে।

এ হাদিসের বক্তব্য অপর একটি হাদিস “আমার উম্মতরে একটি দল কয়ামতের দনি পর্যন্ত সত্যের উপর বজিযী থাকবে” হাদীসের বক্তব্যের সাথে কোনোভাবে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ এ হাদিসের অর্থ হলো কয়ামতের নকিটবর্তী সময়ে মৃদুমন্দ বায়ু তাদের জান কবয় করা পর্যন্ত তারা সত্যের উপর অটল থাকবে।

সাহায্যপ্রাপ্ত দলের বশৈষ্টিয়সমূহ

উপর্যুক্ত হাদীসগুলোসহ অন্যান্য বর্ণনা থেকে সামগ্রিকভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত দলের নমিনোকৃত বশৈষ্টিয়গুলো নরিণয় করা যায়:

- এ দল সত্যের উপর থাকবে:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে



তারা ‘সত্যের উপরে থাকবে’,

তারা ‘আল্লাহর নরিদশেরে উপর অবচিল থাকবে’,

তারা ‘এই নরিদশেরে উপর থাকবে’

এবং তারা ‘দ্বীনরে উপর থাকবে’।

এই কথাগুলোর সম্মিলিত নরিদশেনা হলো, তারা সেই সঠিক দ্বীনরে উপর অবচিল থাকবে যেটা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

- এ দলটি হবে আল্লাহর নরিদশে প্রতিষ্ঠাকারী:

তারা আল্লাহর নরিদশে প্রতিষ্ঠা করতে বোঝায়:

ক. অন্য সকল মানুষের তুলনায় তাদের ভিন্নতা হলো তারা আল্লাহর পথে দাওয়াতের পতাকাবাহী।

খ. তারা ‘সৎকাজের আদর্শে ও অসৎকাজের নষিধেরে দায়িত্ব পালনকারী’।

- এ দলটি কয়ামত পর্যন্ত বজিযী থাকবে:

হাদীসে এ দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে: ‘তারা বজিযী থাকবে। এক পর্যায়ে তারা বজিযী থাকা অবস্থায় আল্লাহর নরিদশে (কয়ামত) আসবে।’

‘তারা সত্যের উপর বজিযী থাকবে’ কথিবা ‘তারা বজিযী থাকবে সত্যের উপর’।

অথবা ‘তারা কয়ামতের দিন পর্যন্ত বজিযী থাকবে’, অথবা ‘তাদের বিরোধিতাকারীদের বিপরীতে বজিযী থাকবে’।

এ বজিয দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

- প্রকাশ্য হওয়া, গোপনীয় না হওয়া। অর্থাৎ তারা হবে পরিচিত, প্রকাশ্য ও প্রভাবশালী।
- তারা যে সত্য, দ্বীনদারি, ইস্তিকামত, আল্লাহর নরিদশে পালন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জহাদের উপর রয়েছে সত্যের উপর অনড় থাকা।
- বজিযী থাকার অর্থ আধিপত্যশীল হওয়া।
- এ দল ধৈর্যশীল ও ধৈর্যের সাথে মোকাবিলাকারী:



আবু সা'লাবাহ আল-খুশানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের সামনে ধরৈয়রে দনিগুলো রয়েছে। সেই দনি ধরৈয় ধরা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধরে রাখার মত।”

সাহায্যপ্রাপ্ত দল কারা?

বুখারী বলেন: তারা হলেন আলমেরা।

বহু আলমে উল্লেখ করছেন যে, সাহায্যপ্রাপ্ত দল বলতে উদ্দেশ্য: আহলুল হাদীস।

ইমাম নববী বলেন: ‘হতে পারে: এই দলটি মুমনিদের নানা প্রকারের মধ্যে ছড়ানো ছটানো। তাদের মধ্যে রয়েছেন: সাহসী যোদ্ধা, ফকীহ, মুহাদ্দিস, দুনিয়াবরাগী, সৎকাজের আদর্শে ও মন্দকাজে নষিধেকারী। এছাড়া আরও নানান প্রকার কল্যাণ কাজে জড়িত ব্যক্তিবর্গ।’

তিনি অন্য স্থানে বলেন: ‘হতে পারে এই দলটি নানা প্রকারের মুমনির সমন্বয়ে গঠিত। যাদের মধ্যে রয়েছেন: সাহসী বীর, সমরবদি, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সরি, সৎকাজের নরিদশেদাতা, মন্দকাজে নষিধেকারী, দুনিয়াবরাগী ও ইবাদতগুজার।’

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘তারা সবাই এক দশে একত্রিত হবে এমন কোন আবশ্যিকতা নেই। বরং তারা একটি স্থানে থাকতে পারে, আবার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। তারা এক দশে থাকতে পারে, আবার কোন দশেরে কিছু অংশে থেকে অন্যান্য অংশে নাও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে এক এক করে পুরো যমীন তাদের থেকে খালি হয়ে যাবে। শেষে পর্যন্ত মাত্র এক দশে একটি মাত্র দল থাকবে। তারা বলিপ্ত হয়ে গেলেই আল্লাহর নরিদশে (কয়ামত) আসবে।’

আলমেদের বক্তব্য অনুযায়ী এই দলটি মানুষদের কোনও নরিদষ্টি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে নরিদষ্টি কোনও অঞ্চলের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। যদিও এদের সর্বশেষ অবস্থান হবে শামে (সিরিয়াতে) এবং এরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে, যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যত বাণী করছেন।

নঃসন্দহে শরয়ী ইলমধারীগণ তথা আকীদা, ফকীহ, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি শিখো ও শিখোনো, দাওয়াত প্রদান ও প্রয়োগের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য ধারণকারী হিসেবে গণ্য হওয়ার অগ্রাধিকার রাখবে। তারাই দাওয়াত, জহাদ, সৎকাজের নরিদশে ও মন্দকাজে নষিধে এবং বদাতিদের খণ্ডন করার অধিক উপযুক্ত। কারণ এগুলো সবই হতে হবে ওহী থেকে গৃহীত সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতিদ্রুত বর্ষতি হোক।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।